তারিখ ... 04 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৩... .....

সংবাদ

বান্দরবানের দুর্গম এলাকায়

দুপুরের খাবারে বাড়ছে শিক্ষার্থী

প্রতিনিধি, বান্দরবান

বান্দরবান জেলার দুর্গম এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে ও পড়ালেখার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়াতে জেলা প্রশাসন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের স্কুলগামী করতে পুষ্টিকর খাবার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে বান্দরবানের বালাঘাটা বিলকিছ বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৫০ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে দুপুরের খাবার তুলে দেন জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক। প্রতিটি শিক্ষার্থীদের একটি করে ডিম ও রুটি সরবরাহ করা হয়। সেই সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য টিসু পেপার সরবরাহ করা হয়। জেলা প্রশাসক ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খাবার তুলে দেয়ার মাধ্যমে নতুন এই উদ্যোগটির উদ্বোধন করেন। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু জাফর, সহকারী কমিশনার মামুনুর রশিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশুদানন্দ বড়ুয়া, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য মো: ইউসুফ, আবুল খায়ের, সহকারী শিক্ষক শহিদুল হক, সাগরিকা, আবদু সবুর প্রমুখ।

জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক জানান,বান্দরবানের দুর্গম এলাকার অনেক স্কুলগুলোতে শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পক্ষ থেকে উন্নতমানের পুষ্টিকর বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ের বা দুর্গম এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই সুবিধা চালু না থাকায় শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ছে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকার শিশুরা অপুষ্ঠিতে ভুগছে। শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার পাশাপাশি তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে দুপুরে স্কুলগুলোতে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম দফায় বিলকিছ বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ে এটি চালু করা হলেও পরবর্তীতে অন্যস্কুলগুলোতেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর আগেও বিভিন্ন স্কুলে মিড ডে মিল চালু করা হলেও নানা সমস্যায় তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে নতুন এই উদ্যোগটি চালু রাখার জন্য প্রশাসক সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানান ডিসি।

এদিকে বিলকিছ বেগম স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশুদানন্দ বড়ুয়া জানান, মিড ডে মিল চালু রাখতে এলাকার সচ্ছল অভিভাবকদের সহয়তা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগটি খুবই ভালো কাজ দিবে বলে তিনি আশা করছেন।